ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭১

আগরতলা, ১৮ মে,২০২৪

হেজামারায় কীটনাশকযুক্ত মশারি বিতরণ
ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপের পর্যালোচনা করলেন স্বাস্থ্য সচিব

জাতীয় পতঙ্গ বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছে। আজ স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল হেজামারা এলাকা পরিদর্শন করে ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করেন। হেজামারায় ইতিমধ্যেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশাকর্মীরা ম্যালেরিয়া শনাক্তকরণ, রক্ত পরীক্ষা শুরু করেছেন। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে আজ হেজামারায় বেনিফিসিয়ারিদের হাতে কীটনাশকযুক্ত মশারি তুলে দেন। পাশাপাশি তিনি আশাকর্মীদের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন।

স্বাস্থ্য সচিব সুবল সিং পাড়ায় গিয়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জ্বর হলে আশাকর্মীদের কাছে রক্ত পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকাগুলিতে ম্যালেরিয়া শনাক্তকরণের লক্ষ্যে রোগের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের রেপিড ডায়াগনস্টিক কিটের মাধ্যমে রক্ত পরীক্ষা ও স্লাইডে রক্তের নমুনা সংগ্রহেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বাস্থ্য সচিব। আজ হেজামারায় আশাকর্মীগণ বাড়ি বাড়ি ম্যালেরিয়া শনাক্তকরণে রক্ত পরীক্ষা করেন ও স্লাইডে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন। উল্লেখ্য, হেজামারায় আজ ১১,৭০৮টি কীটনাশকযুক্ত মশারি বিতরণ করা শুরু হয়েছে। এই মশারিগুলি হেজামারা এমসিএইচ, বালুরবন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার, সোনারাম হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার, কাম্বুকছড়া হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার ও হেজামারা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার এলাকার জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হবে। হেজামারা সফরে স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা রাজীব দত্ত ও যুগ্ম মিশন অধিকর্তা বিনয় ভূষণ দাস, জাতীয় পতঙ্গ বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ অভিজিৎ দাস, জেলা ম্যালেরিয়া অফিসার ডাঃ অমিত দেববর্মা, হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ বিভাস সাহা রায় প্রমুখ।

*****